সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

গতকাল পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —সংবাদ

পল্টনেও ছাত্রলীগের একই চেহারা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গতকাল পল্টনেও একই চেহারা ছাত্রলীগের সোমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের দু'দিনের মাথায় ছাত্রলীগ ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে গতকাল দুপুরে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে. সংঘর্ষের কারণে জাহাঙ্গীরনগর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। এরপর প্রধানমন্ত্রী আসবেন যে অনুষ্ঠানে সেখানেও ছাত্রলীগের সদস্যরা তাণ্ডব দেখাতে এতটুকু পিছপা হয়নি; কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেনি সংঘর্ষে লিপ্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তবে গতকালের সংঘর্ষটি হয়েছে চেয়ার ছোড়াছুড়ির মধ্য দিয়ে; কিছুক্ষণ হয়েছে হাতাহাতি সংঘর্ষ চলেছে প্রায় আধঘণ্টা. এতে আহত হয়েছে প্রায় ৩০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী. তাদের মধ্যে ৯ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল ছিল ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; মহানগর ছাত্রলীগ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটালেও শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে সরকারি তিতুমীর কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রলীগ কর্মীরা শেষ মুহূর্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে. প্রথমে আগে অনুষ্ঠানস্থলে ঢোকার পল্টনেও : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

গতকাল পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে দুই গ্রুপের মারামারি

পল্টনেও : ছাত্রলীগের একই চেহারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা নিয়ে সংঘাত শুরু হলেও পরে ময়দানে, আগে বসা নিয়ে সংঘর্ষ ব্যাপক রূপ নেয়।

প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠানস্থলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছুবেন বলে মাইকে যখন ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে দুপুর ১২টায় হঠাৎ ময়দানের মাঝখানে শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি। মঞ্চের মাইক থেকে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান; কিন্তু কেউ আমলে নেয়নি তাদের ওই আহ্বান। দুপুর ১২টা থেকে প্রায় সাড়ে ১২টা পর্যন্ত থেমে থেমে চলে চেয়ার ছোড়াছুড়ির সংঘর্ষ। চেয়ার ছোড়াছুড়ির মাঝেও দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়। হুড়োহুড়ির মধ্যে পায়ের নিচে পড়ে আহত হয় ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী। সংঘর্ষ শুরু হলে পুরো পল্টন ময়দানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সাংসদসহ অতিথিরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মহিলা অতিথি এবং ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী ময়দান ছেড়ে বাইরে চলে যান। স্টেডিয়াম মার্কেটের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের মহানগর উত্তর শাখার সভাপতি ইসহাক আলী খান ও সাধারণ সম্পাদক তাজবিরুল হক অনু ভিআইপি গেট দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করলে নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দেয়। এরপর তারা দুটি আর্চওয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। ক্রমে এ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পল্টন ময়দানে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতারা তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। তখনই শুরু হয় চেয়ার ছোড়াছুড়ি। ওই মুহূর্তে ময়দানে ঢুকে পড়ে তিতুমীর কলেজের ছাত্রলীগের একটি মিছিল। তারা ঢুকেই সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে; তখন বাধা দেন ঢাকা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তখনই বেঁধে যায় সংঘর্ষ। আধঘণ্টা ধরে মাঠে চলে চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি, মারামারি।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না গতকাল পল্টন ময়দানে; গোলমাল থামাতে তারা কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি। কেউ শোনেনি তাদের কথা।

অবশেষে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন মঞ্চে গিয়ে মাইকে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।

এরপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠের মধ্যে গোলযোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে। তারপরও সংঘর্ষ থামাতে যুবলীগ চেয়ারম্যান ও এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাধারণ সম্পাদক জাতীয় সংসদের হুইপ মির্জা আজম চেয়ার ছোড়াছুড়ির মধ্যেই ঢুকে যান ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মাঝখানে। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা থেমে যায়। সাড়ে ১২টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সংঘর্ষের কারণে গতকাল ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সাবেক ও বর্তমান ছাত্রলীগের মিলন মেলায় পরিণত হতে পারেনি। সাবেক নেতারা কেউ বক্তব্য রাখতে পারেননি।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের ফজলে রাব্বি, তাপস, জসিমউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, রাসেল ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মোস্তাফিজুর রহমান, সাকিল, জয় এবং মিঠুনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।